গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬০.২০১৬- ৩৭৪ তারিখঃ ১০.০৯.২০১৭খ্রিঃ

আদেশ

ডাঃ রুবিনা লায়লা (১২৪১৩৬), প্রাক্তন সহকারী সার্জন, সাদেকপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভৈরব, কিশোরগঞ্জের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(সি) বিধিমতে জনাব আঃ গাফ্ফার খান, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলো।

২। তদন্তকারী কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার তারিখ, সময় ও স্থান যথানিয়মে অভিযুক্ত কর্মকর্তাসহ অন্যান্যদের অবহিত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ১০ বিধি মোতাবেক প্রত্যেকটি অভিযোগের উপর মতামত, সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরার লিখিত মূল কপিসহ সুস্পষ্ট মতামত সম্বলিত তদন্ত প্রতিবেদন ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল করবেন। তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত/প্রমাণিত নয় সম্পর্কে অবশ্যই মতামত প্রদান করতে হবে।

১০/০৯/২০১৭

সংযুক্তঃ পাতা।

(আসমা তাসকিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
sasdisc1@mohfw.gov.bd

জনাব আঃ গাফফার খান
যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৬০.২০১৬- ৩৭৪/১(৭) তারিখঃ ১০.০৯.২০১৭খ্রিঃ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

১। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩। সিভিল সার্জন, কিশোরগঞ্জ।
৪। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (আদেশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬। ডাঃ রুবিনা লায়লা (১২৪১৩৬), প্রাক্তন সহকারী সার্জন, সাদেকপুর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ।
৭। জনাব মোহাম্মদ আবুল মনসুর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শৃঙ্খলা অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভা ((তাঁকে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট সংশ্লিষ্ট নথি উপস্থাপন করার জন্য কনডাক্টিং অফিসার নিয়োগ করা হলো)।

(আসমা তাসকিন)
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৩.২০১৬- ৩৯৬ তারিখ- ১২.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ১৯৮৫ সালের সরকারি কার্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিস

যেহেতু, আপনি ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (১২০৭০৭), মেডিকেল অফিসার, নয়াটোলা জিওডি, ঢাকা গত ২০.০১.২০১৫ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)"র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ৩১.০৮.২০১৬ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৩.২০১৬-৬৩০ নং স্মারকমূলে ১ম কারণ-দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান না করায় আপনার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। আপনি তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তে উপস্থিত হওয়ার নোটিস জারি সত্ত্বেও তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থিত হননি;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করার গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) মোতাবেক সরকারি "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না, তার কারণ এ বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক নোটিস প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ৩(তিন) পাতা।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (১২০৭০৭),
মেডিকেল অফিসার, নয়াটোলা জিওডি, ঢাকা।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৩.২০১৬- ৩৯৬/১(৭) তারিখ- ১২.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি এমআইএস এর ডাটা বেইসে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। উপসচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫। সিভিল সার্জন, ঢাকা।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নোটিসটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং আলোচ্য কর্মকর্তার পিডিএস এ উল্লিখিত ই-মেইলে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৭। ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (১২০৭০৭), পিতা- মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, স্বামী- ডাঃ আজমল কাদের চৌধুরী, বাসা- ৪১, রোড-১২, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

১২.০৯.২০১৭
(আসমা তাসকিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৬
asdisc@mohfw.gov.bd

ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোড নং-১২০৭০৭), মেডিকেল অফিসার, নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় এর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শৃংখলা অধি শাখার স্মারক নং-৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১০৩.২০১৬.২৩৪ তারিখঃ-১১/০৫/১৭ইং মুলে ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোডন ং-১২০৭০৭),মেডিকেল অফিসার,নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর), মহাখালী, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় । স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর স্মারক নং-ডিজিএইচএস/শৃংখলা-৬১/১৩/৫৭৩৭/১(৩) তারিখঃ১৮/৫/২০১৭ ইং মাতাবেক সিভিল সার্জন অফিস,ঢাকা এর মেডিকেল অফিসার কে কনডাকটিং অফিসার নিয়োগ করা হয়। স্মারক নং-সিএস/ঢাকা/প্রশাসন/২০১৭/৩৯০২/১(৫) তারিখঃ-৩১/০৫/২০১৭ইং মোতাবেক ০৬/০৬/২০১৭ইং সকাল ১০.০০ ঘটিকায় নয়াটোলা জিওডি,ঢাকাতে(আইইডিসিআর,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,মহাখালী,ঢাকা) তদন্তের দিন ও সময় নির্ধারন করা হয়। মেডিকেল অফিসার(ইনচার্জ),নয়াটোলা জিওডি,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,মহাখালী,ঢাকাকে অভিযোগের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগনকে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক প্রমানাদি সরবরাহ করার অনুরোধ করা হয়। ইহা ছাড়াও অভিযুক্ত ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোড নং-১২০৭০৭)-কে উক্ত মামলার তদন্ত কমিটির সম্মুখে প্রমানাদিসহ হাজির হওয়ার জন্য স্মারক নং-সিএস/ঢাকা/প্রশাসন/২০১৭/৩৮৯৪/২(৬) তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৭ইং মুলে পত্র প্রেরন করাহয়। ০৬/০৬/২০১৭ইং আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা)-তে উপস্থিত হইয়া তদন্ত কাজ সম্পন্ন করি।

অভিযোগের সারসংক্ষেপ ঃ

ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোডনং-১২০৭০৭), মেডিকেল অফিসার,নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকা গত ২০/০১/২০১৫খ্রিঃ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তার উল্লেখিত কার্যকলাপ সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ মোতাবেক যথাক্রমে"অসদাচরন" ও " বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত" হিসাবে গন্য। তিনি তার উপর্যুক্ত আচরন দ্বারা ১৯৮৫ সালের সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরন"ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত" এর দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছেন।

পাতাঃ ৫:

তদন্ত প্রতিবেদন ঃ

১। অভিযুক্ত ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোড নং-১২০৭০৭),মেডিকেল অফিসার,নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থিত হন নাই ।

২। ডাঃ সিরাজুম মুনিরা, মেডিকেল অফিসার,নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকা এবং মোঃ জহিরুল ইসলাম,ফার্মাসিষ্ট, নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকা এর লিখিত জবানবন্দী গ্রহন করা হয় এবং মৌখিক ভাবে জেরা করা হয়।

৩। ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোড নং-১২০৭০৭). মেডিকেল অফিসার,নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকা-তে যোগদান,ছুটি গ্রহন এবং ছুটি শেষে যেগদান না করা এবং এর উপর গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের পত্রের কপি নয়টোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর), মহাখালী, ঢাকা হইতে সংগ্রহ করা হয়।

৪। ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোড নং-১২০৭০৭). মেডিকেল অফিসার,নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকা এর বেতন ভাতাদি গ্রহনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

পর্যালোচনা ঃ

অভিযুক্ত ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোডনং-১২০৭০৭).মেডিকেল অফিসার,নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থিত হন নাই। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তাহাকে স্থায়ী ঠিকানায় রেজিষ্ট্রি এডি পত্র প্রেরন করা হয়। উক্ত চিঠি ১৪/৬/২০১৭ প্রাপক গ্রহন না করায় অত্র অফিসে ফেরত আসে।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোড নং-১২০৭০৭) গত ১৪/১১/২০১৩ইং নয়াটোলা জিওডি,ঢাকাতে যোগদান করেন। তিনি ১৮/০১/২০১৫ ও ১৯/০১/২০১৬ইং ০২(দুই) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করাইয়া কর্মস্থল ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি আর কর্মস্থলে যোগদান করেন নাই এবং কোন প্রকার যোগাযোগও করেন নাই।

নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকাতে বর্তমানে কর্মরত মেডিকেল অফিসার ডাঃ সিরাজুম মুনিরা জানান যে, তিনি তদন্ত কমিটির পত্র পাওয়ার পর ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান এর সহিত যোগাযোগের চেষ্ট করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। তিনি ১৮/০১/২০১৫ ও ১৯/০১/২০১৫ইং মোট ০২(দুই) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি নিয়া কর্মস্থল ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি আর কর্মস্থলে যোগদান করেন নাই এবং কোন প্রকার যোগাযোগ করেন নাই। ডাঃ মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার, নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকা ২৮/০১/২০১৫ইং ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান(কোড নং-১২০৭০৭) এর অননুমোদিত অনুপস্থিতির বিষয়ে সিভিল সার্জন,ঢাকাকে পত্র মারফত অবহিত করেন। সিভিল সার্জন,ঢাকা তাহাকে কৈফিয়ত তলব করেন এবং পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলা/শৃংখলা মূলক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তথ্য সংম্বলিত "ছক" পুরন পূর্বক উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন।

ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোড নং-১২০৭০৭), ডিসেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত বেতন ভাতাদি গ্রহন করেন।

মতামত ঃ-

ডাঃ শাহনাজ নীলাঞ্জনা রহমান (কোড নং-১২০৭০৭). মেডিকেল অফিসার,নয়াটোলা জিওডি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর),মহাখালী,ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনিত সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরন" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত" এর অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হইয়াছে।

(ডাঃ মোঃ এহ্সানুল করিম)
সিভিল সার্জন,ঢাকা।
ও
তদন্ত কর্মকর্তা ।
ফোন ঃ৯৬৬৬০৬০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩২.২০১৬- ৩৯৭ তারিখ- ১২.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ১৯৮৫ সালের সরকারি কার্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিস

যেহেতু, আপনি ডাঃ অশোক কুমার দে (৪৩৯৯০), সহকারী অধ্যাপক (ইএনটি), কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার (বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত) গত ০১.০২.২০১৬ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন;

যেহেতু, আপনার অনুপস্থিতি ইএনটি বিভাগের মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা কার্যক্রমে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে বিধায় আপনাকে এ মন্ত্রণালয়ের পার-১ অধিশাখার ০৯.১০.২০১৬ খ্রিঃ ৪৫.১৪২.০২৭.০০.০০.০০১.২০১৫-৯৪৩ মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ০৬.১১.২০১৬ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩২.২০১৬-৭৮৮ নং স্মারকমূলে ১ম কারণ-দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান না করায় আপনার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। আপনি তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তে উপস্থিত হওয়ার নোটিস জারি সত্ত্বেও তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থিত হননি;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী "চাকুরি হতে বরখাস্তের (Dismissal from Service)" গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) মোতাবেক সরকারি "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না, তার কারণ এ বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক নোটিস প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২(দুই) পাতা।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ অশোক কুমার দে (৪৩৯৯০),
সহকারী অধ্যাপক (ইএনটি), কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার
(বর্তমানে সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত)।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৩২.২০১৬- ৩৯৭/১(৮) তারিখ- ১২.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি এমআইএস এর ডাটা বেইসে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। অধ্যক্ষ, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার।
৪। যুগ্মসচিব (পার-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নোটিসটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং আলোচ্য কর্মকর্তার পিডিএস এ উল্লিখিত ই-মেইলে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৭। ডাঃ অশোক কুমার দে (৪৩৯৯০), স্থায়ী ঠিকানাঃ পিতা- মতিলাল দে, ঠাকুরপাড়া, বাগানবাড়ি, কোতোয়ালী, কুমিল্লা।
৮। ডাঃ অশোক কুমার দে (৪৩৯৯০), যোগাযোগ ঠিকানা- ফ্ল্যাট বি/৬, 'ডক্টরস কোয়ার্টার', কেন্দ্রীয় মসজিদ রোড, কক্সবাজার।

১২.০৯.২০১৭
(আসমা তৌফিকিন)
উপসচিব
ফোন [illegible]২৮
sasdisc1@mohfw.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিভিল সার্জনের কার্যালয়
কক্সবাজার।

ডাঃ অশোক কুমার দে (কোডনং-৪৩৯৯০),সহকারী অধ্যাপক(ইএনটি),সাময়িক বরখাস্তকৃত,কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ১০ বিধি মোতাবেক তদন্ত প্রতিবেদন।

ক) ভূমিকা ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শৃংখলা-১ শাখার স্মারকনংঃ-৪৫.১৫০.১২৭.০১.০০.১৩২. ২০১৭-১৯১ তারিখঃ ১১.০৪.২০১৭খ্রিঃ মূলে ডাঃ অশোক কুমার দে(কোডনং-৪৩৯৯০),সহকারী অধ্যাপক(ইএনটি) সাময়িক বরখাস্তকৃত,কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ,কক্সবাজার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তদন্ত কার্যক্রম ২৪/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ,কক্সবাজার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে মর্মে তদন্তের দিনক্ষণ নির্ধারণ পূর্বক অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ঠিকানায় এবং অধ্যক্ষ,কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ,কক্সবাজার কে তদন্তের জন্য নির্ধারিত তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অত্র কার্যালয়ের স্মারকনংঃ-সিএস/কক্স/প্রশাঃ/তদন্ত/২০১৭/৬৪২০ তারিখঃ ০৭/০৫/২০১৭ খ্রিঃ নোটিশ জারী করা হয় (কপি সংযুক্ত ক-১)। কিন্তু উক্ত তদন্ত কার্যক্রম ২৪/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের স্থলে ২৭/০৫/২০১৭খ্রিঃ তারিখে করার জন্য অধ্যক্ষ,কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ,কক্সবাজার মহোদয় কর্তৃক অনুরোধ করা হলে অত্র কার্যালয়ের সিএস/কক্স/প্রশাঃ/ তদন্ত/২০১৭/৭২৮৮ তারিখঃ ২৩/০৫/২০১৭ খ্রিঃ মূলে পুনরায় নোটিশ জারি করা হয় (সংযুক্ত ক-২) । অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ অশোক কুমার দে তদন্ত কার্যে অনুপস্থিত ছিলেন। পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী ২৭/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় কক্সবাজার কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তদন্ত কার্য সম্পাদন করেন।

খ) অভিযোগ সমূহ ঃ

১। ডাঃ অশোক কুমার দে(কোডনং-৪৩৯৯০),সহকারী অধ্যাপক(ইএনটি),সাময়িক বরখাস্তকৃত,কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার বিগত ২৫.০১.২০১৬ তারিখ হতে ৩১.০১.২০১৭খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে কর্মস্থলত্যাগ করেন এবং নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ শেষে ০১.০২.২০১৬খ্রিঃ তারিখ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির' দায়ে অভিযুক্ত।

গ) অভিযুক্ত ডাঃ অশোক কুমার দে, সহকারী অধ্যাপক(ইএনটি) এর বক্তব্যঃ

জারীকৃত নোটিশ অনুযায়ী কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ,কক্সবাজার কার্যালয়ে ২৭/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ঘটিকা হতে তদন্ত কার্য আরম্ভ করে দুপুর ১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত তদন্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সময়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ অশোক কুমার দে তদন্ত কার্যে উপস্থিত ছিলেন না। ফলে তাঁর মতামত/বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ঘ-১) অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ রেজাউল করিম,অধ্যক্ষ,কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ,কক্সবাজার মহোদয়ের বক্তব্য ঃ

ডাঃ অশোক কুমার দে(কোডনং-৪৩৯৯০),সহকারী অধ্যাপক(ইএনটি),কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ,কক্সবাজার কর্তৃক বিগত ২৫.০১.২০১৬ তারিখ হতে ৩১.০১.২০১৭খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ শেষে তিনি যথাসময়ে কর্মস্থলে যোগদান না করে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর কার্যালয়ের স্মারকনংঃ-৪১৪ তারিখঃ ২৭.০২.২০১৭খ্রিঃ মূলে অনুপস্থিতির কারণ দর্শানো সহ কর্মস্থলে যোগদানের জন্য ডাঃ অশোক কুমার দে এর স্থায়ী ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করেন। ইহার পরও তিনি (ডাঃ অশোক কুমার দে) কর্মস্থলে যোগদান না করায় তাঁর কার্যালয়ের স্মারকনংঃ-৪৮০ তারিখঃ ০৬.০৩.২০১৬খ্রিঃ মূলে সচিব,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা মহোদয় বরাবরে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তাঁকে (ডাঃ অশোক কুমার দে) ০৯/১০/২০১৬খ্রিঃ তারিখে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছেন বলে জানান। তিনি অদ্যাবধি কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন। তাঁর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে অবগত নন এবং কোন প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করেননি বলে জানান (কপি সংযুক্ত)।

ঘ-২) ডাঃ মোঃ আকতার কামাল,সিনিয়র কনসালটেন্ট ও বিভাগীয় প্রধান (ইএনটি) এর বক্তব্য ঃ

ডাঃ মোঃ আকতার কামাল সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসাবে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে বিগত ১৭/০৬/২০১৩খ্রিঃ তারিখে যোগদান করেন। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের ইএনটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ২৭.০৯.২০১৬ খ্রিঃ তারিখে। সেজন্য তিনি ডাঃ অশোক কুমার দে কোন্ তারিখ হতে কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিত আছেন এ বিষয়ে সঠিকভাবে অবগত নন বলে জানান। তবে তাঁর অনুপস্থিতির বিষয়ে অধ্যক্ষ,কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ,কক্সবাজার মহোদয় সঠিক বলতে পারবেন বলে জানান। তাঁর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে তিনি অবগত নন বলে জানান। ডাঃ অশোক কুমার দে কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতির বিষয়টি বিভাগীয় প্রধান(ইএনটি) হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অবগত হয়েছেন বলে জানান (কপি সংযুক্ত)।

চলমান পাতা ঃ

ঘ-৩ কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের হিসাব রক্ষক হুররমা আকতার খুকী এর বক্তব্য ঃ

কক্সবাজার মেডিকের কলেজের বেতন বিল রেজিষ্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডাঃ অশোক কুমার দে (কোডনং-৪৩৯৯০),সহকারী অধ্যাপক(ইএনটি),কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ,কক্সবাজার জানুয়ারী/২০১৬খ্রিঃ মাস হতে অদ্যাবধি কোন বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করেননি বলে জানান।

ঙ) পর্যালোচনা ঃ

১) ডাঃ অশোক কুমার দে (কোডনং-৪৩৯৯০) তদন্ত কার্যে অনুপস্থিত ছিলেন।

২) ডাঃ অশোক কুমার দে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩) কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের ইএনটি বিভাগের হাজিরা খাতা ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডাঃ অশোক কুমার দে ২৫.০১.২০১৬ হতে ৩১.০৫.২০১৬খ্রিঃ পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে ০১.০২.২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্মস্থলে বিনানুমতিতে অনুপস্থিতির বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় (হাজিরা খাতার ছায়া কপি সংযুক্ত-২)।

চ) মতামত ঃ

অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ অশোক কুমার দে (কোডনং-৪৩৯৯০) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত।

(ডাঃ পু চ ন 25/06/17)
সিভিল সার্জন
কক্সবাজার
ও
তদন্ত কর্মকর্তা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৯.২০১৬- ৩৭৮ তারিখ- ২২.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ১৯৮৫ সালের সরকারি কার্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিস

যেহেতু, আপনি ডাঃ এ. আর. এম. সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১), প্রাক্তন অধ্যাপক (চঃদাঃ), মেডিসিন বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয়ের ০৫.০৭.২০১২ খ্রিঃ ৪৫.১৪৬.০০৮.০০.০০.০০৫.২০১২-৭৮৬ স্মারক মোতাবেক মঞ্জুরিকৃত ১ (এক) বছরের লিয়েন ভোগ শেষে যথাসময়ে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ১৩.০৭.২০১৩ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৬.০৭.২০১৬ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৯.২০১৬-৫৩০ নং স্মারকমূলে ১ম কারণ-দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান না করায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; আপনি তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তে উপস্থিত হওয়ার নোটিস জারি সত্ত্বেও তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থিত হননি;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী "চাকুরি হতে বরখাস্তের (Dismissal from Service)" গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) মোতাবেক সরকারি "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না, তার কারণ এ বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক নোটিস প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২(দুই) পাতা।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ এ. আর. এম. সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১),
প্রাক্তন অধ্যাপক (চঃদাঃ), মেডিসিন বিভাগ,
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৫৯.২০১৬- ৩৭৮/১(৮) তারিখ- ২২.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি এমআইএস এর ডাটা বেইসে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪। যুগ্মসচিব (পার-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৫। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৬। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নোটিসটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং আলোচ্য কর্মকর্তার পিডিএস এ উল্লিখিত ই-মেইলে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৭। ডাঃ এ. আর. এম. সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১), পিতা- মৃত ফজলুল হক, কমলাপুর, মাজমপুর, কুষ্টিয়া।
৮। ডাঃ এ. আর. এম. সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১), ৪৪১/এ, তানজিল অর্কিড, শেরশাহ সুরী রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।

২২.০৯.২০১৭

([illegible] তাসকিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
sasdisc@mohfw.gov.bd

তদন্ত প্রতিবেদন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের এর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর শৃংখলা অধিশাখা এর আদেশ নং- ৪৫. ১৫০. ০২৭. ০১. ০০. ০৫৯. ২০১৬-২৪৪ তারিখ ৩০-৫-১৭ ইং মোতাবেক ডাঃ এ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১), প্রাক্তন অধ্যাপক (চঃদাঃ), মেডিসিন বিভাগ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার তারিখ সময় ও স্থান নির্ধারন পূর্বক অভিযুক্ত ডাঃ এ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১) এর স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় অত্র কার্যালয়ের স্মারক নং- পরিঃ (স্বাস্থ্য)/রাজবি/প্রঃঅঃ / ১৭/২৪/১০৬৭ তারিখ ১৩-৬-১৭ ইং মোতাবেক রেজিষ্টার এডি যোগে পত্র প্রেরন করা হয়। প্রেরিত পত্রদ্বয়ের মধ্যে স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরীত পত্রটি ডাক বিভাগ কর্তৃক (খোঁজ করে না পাওয়ায় ফেরত) উল্লেখ পূর্বক পত্রটি অত্র কার্যালয়ে ফেরত আসে। বর্তমান ঠিকানায় প্রেরিত পত্র ফেরত আসেনি।

তদন্তের বিবেচ্য বিষয়ঃ

১। অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দাহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে কিনা।

২। অভিযোগগুলির জন্য তাকে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল)বিধি ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) ধারা মোতাবেক " অসদাচরন " ও " কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে " কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে অভিযুক্ত করা যায় কিনা।

পূর্বের নির্দ্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ৪-৭-১৭ ইং সকাল ১০টায় অধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এর অফিস কক্ষে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করা হয়। তদন্তকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর স্মারক নং- ডিজিএইচএস/পার-২/এস-১৩/৯৩/৬৬৯৯, তারিখ- ২৮-৬-১৭ ইং মোতাবেক নিযুক্ত কনডাকটিং অফিসার মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পরিচালক (স্বাস্থ্য) এর কার্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী উপস্থিত থেকে মামলার নথিপত্র উপস্থাপন করেন। অতঃপর অভিযুক্ত ডাঃ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১) কে ডাকাডাকির পর তাকে উপস্থিত পাওয়া যাইনি। উক্ত মেডিকেল কলেজের জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর তদন্ত বোর্ডে জানান যে, ডাঃ এ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১), ই-মেইল এর মাধ্যমে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট লিখিত জবাব দাখিল করেছেন যা আমার নিকট আছে। তদন্তকারী কর্মকর্তা মহোদয়ের অনুমতি পেলে আমি তা দাখিল করতে পারি এবং তিনি অনুপতি স্বাপেক্ষে ৩ পাতার জবাব ও তদন্ত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি দাখিল করেন।

অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিষয়ে উক্ত কার্যালয়ে রক্ষিত নথিপত্র এবং ই-মেইল মারফত প্রেরিত জবাব দৃষ্টে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের পার-৫ শাখা পত্র নং- ৪৫. ১৪৬. ০০৮. ০০. ০০.০০৫. ২০১২/৭৮৬-১(১১), তারিখ- ৫-৭-১২ ইং মোতাবেক ডাঃ এ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১) কে ভিজিটিং ফেলো ডিপার্টমেন্ট অব নিউরোসাইন্স রয়েল মেলবোর্ন হসপিটাল, মেলবর্ন, অস্ট্রেলিয়া ১ (এক) বৎসরের জন্য নিয়োগ শর্ত স্বাপেক্ষে নিয়োগ প্রদান করা হয়। সে মোতাবেক অভিযুক্ত ডাঃ এ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১), ১২-৬-২০১২ তারিখ অপরাহ্নে দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন। দায়িত্ব হস্তান্তরের তারিখ থেকে ১৩-৭-২০১২ হতে ১২-৭-২০১৩ পর্যন্ত ১ (এক) বৎসর পূর্তি হয়েছিল। লিয়েন মঞ্জুরের আদেশের শর্ত (বি)ও (জে) অনুযায়ী তিনি মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করতে পারবেননা এবং চাকুরীর মেয়াদ শেষে যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন সে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করবেন, তা না হলে তিনি অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত আছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

বৈদেশিক চাকুরীর মেয়াদ শেষে তিনি বাংলাদেশের মূল কর্মস্থলে (রাজশাহী মেডিকেল কলেজ) যোগদান না করে নতুন কর্মস্থল মোনাষ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে কাজ করার নিমিত্তে ১ (এক) বৎসরের লিয়েন বর্ধিত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয় (পার-৫ শাখা) এর পত্র নং- ৪৫. ১৪৫. ০০৮. ০০. ০০. ০০৫. ২০১২-১২৯৪, তারিখ- ২৩-৯-২০১৩খ্রিঃ মোতাবেক পূর্বের লিয়েনের ধারাবাহিকতায় নতুন প্রতিষ্ঠানের যোগ দেওয়ার বিষয়ে তাঁর লিয়েন বর্ধিত করনের আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নামঞ্জুর করা হয়েছে। তাঁকে রয়েল মেলবর্ন হসপিটাল, মেলবর্ন থেকে ছাড়পত্র নিয়ে দেশে ফিরে কাজে যোগদানের জন্য তাঁর বরাবরে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি দেশে ফিরে কর্মস্থলে যোগদান করেননি। নথিপত্র দৃষ্টে আরো দেখা যায় যে, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে অভিযুক্তের অনুপস্থিতির বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে লিখিতভাবে অবহিতও করা হয়নি।

পরবর্তীতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয় শৃংখলা-১ শাখা এর পত্র নং- ৪৫. ১৫০. ০২৭. ০১. ০০. ০৫৯. ১১১৬-৫৩০, তারিখ- ১৬-৭-২০১৬ মোতাবেক ডাঃ এ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১), এর বিরুদ্ধে লিয়েনভোগ শেষে যথাসময়ে দেশে প্রত্যবর্তন পূর্বক কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ১৩-৭-২১৩ ইং তারিখ হতে অনুপস্থিত থাকায় সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল)বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি হিসাবে গন্য করে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়, কিন্তু বিভাগীয় মামলার জবাব তিনি প্রদান করেননি।

ডাঃ এ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১) ই-মেইল এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে অভিযোগের তদন্ত ও তদন্ত বোর্ডে উপস্থিত থাকা প্রাসংগিক ৩ (তিন) পাতা লিখিত জবাব ও ১৯ (উনিস) পাতা আনুসাংগিক রেকর্ডপত্রাদি প্রেরন করেন। তিনি তাঁর লিখিত জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন হাসপাতালে ৩১জুলাই/২০১২ তারিখ থেকে ৩১জুলাই/২০১৩ পর্যন্ত ভিজিটিং ফেলো হিসাবে কাজ করি এবং মোনাষ ইউনির্ভাসিটির মেডিসিন, নার্সিং এবং হেলথ সাইন্স ফ্যাকালিটি থেকে অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আরো ১ (এক) বৎসর লিয়েনের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করি। আমার স্ত্রী ডাঃ সুলতানা মনিরা হোসেন ২০১১ সালে অষ্ট্রেলিয়া সরকারের আইপিআরএস বৃত্তি নিয়ে মোনাষ ইউনির্ভাসিটিতে পিএইচডি মেডিসিন অধ্যায়নের জন্য আসে। আমার অল্প বয়সী কন্যা মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সে মানসিকভাবে বির্পযস্ত হয়ে পড়ে এবং পারিবারিকভাবে নানা সমস্যার মুখোমুখি হই। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি ভিজিটিং ফেলো হিসাবে রয়াল মেলবোর্ন হাসপাতালে স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের অনুমতিক্রমে লিয়েন নিয়ে আসি। আমার স্ত্রী ২০১৫ সালে মোনাষ ইউনির্ভাসিটি পিএইডি ডিগ্রী অর্জন করছেন। আমার কন্যা ছোট থাকায় এবং অন্যান্য পারিবারিক সমস্যা বিবেচনা করে মোনাষ ইউনির্ভাসিটি দেওয়া ফেলোশিপ এবং সিনিয়র ক্লিনিক্যাল রিসার্স কনসালটেন্ট এর চাকুরীর আমন্ত্রন গ্রহন করি। মন্ত্রনালয়ে লিয়েনের সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করি কিন্তু পরবর্তীতে মন্ত্রনালয়ের আদেশ মোতাবেক জানতে পারি আমার লিয়েনের সময় বাড়ানো হয়নি। এবিষয়ে আমি পূনরায় সিদ্ধান্ত বিবেচনা করার জন্য একাধিবার আবেদন করি। কিন্তু আমাকে আর কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। পরবর্তীতে অনলাইন পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি যে, শৃংখলা বিভাগে অভিযোগ জানানো হয়েছে এবং আমাকে কারন দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে । উদ্ভুত পরিস্থিতে আমি অবিলম্বে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত গ্রহন করি কিন্তু ইতোমধ্যে আমার সরকারী পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারনে আমি তা নবায়ন করার জন্য আবেদন করেছি। লিয়েনের মেয়াদ বৃদ্ধি না হওয়ায় পাসপোর্ট নবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আমার ভ্যালিড পাসপোর্ট ছাড়া এতদুর ভ্রমন করা সমিচীন নয়, বিধায় আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। তিনি মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে পুরো প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে লিয়েনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার সুপারিশ করে দ্রুত মন্ত্রনালয়ের নির্দেশ জারী করা হোক যেন আমি পাসপোর্ট নবায়ন করে দেশে ফিরতে পারি। তিনি টেলিফোনের মাধ্যমে তদন্তের তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী ও কনডাকটিং অফিসারেরর সঙ্গে কথা বলেন। তাকে অনুনোমদিতভাবে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি আবেদনে যা উল্লেখ করেছেন সে কথাগুলো বলেন।

পর্যালোচনাঃ ডাঃ এ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১) এর ব্যক্তিগত নথিতে রক্ষিত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের পার-৫ শাখা পত্র নং- ৪৫. ১৪৬. ০০৮. ০০. ০০. ০০৫. ২০১২/৭৮৬-১(১১), তারিখ- ৫-৭-১২ ইং মোতাবেক ডাঃ এ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১) কে ভিজিটিং ফেলো ডিপার্টমেন্ট অব নিউরোসাইন্স রয়েল মেলবোর্ন হসপিটাল, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া ১ (এক) বৎসরের জন্য নিয়োগ শর্ত স্বাপেক্ষে নিয়োগ প্রদান করা হয়। তিনি লিয়েন এর শর্ত ভঙ্গ করে লিয়েনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কর্তব্যকাজে যোগদান করেননি এবং সে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যাতিরেকে বিদেশে অবস্থান করে কর্তব্যকাজে অনুনোমদিতভাবে অনুপস্থিত আছেন যা তদন্তে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

মতামতঃ তদন্তে রেকর্ডপত্রাদি এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব পর্যালোচনান্তে এই অভিমতে উপনীত হয়েছি যে, ডাঃ এ আর এম সাইফুদ্দিন একরাম (৩৯৯৬১) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধি ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক " অসদাচরন " ও " বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি " থাকার বিষয়ে আনীত অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে।

17.07.17

(ডাঃ মোঃ আবদুস সোবহান)
পরিচালক (স্বাস্থ্য)
রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
ও তদন্তকারী কর্মকর্তা ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০১.২০১৭- ৩৯৯ তারিখ- ২২ .০৯.২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ১৯৮৫ সালের সরকারি কার্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিস

যেহেতু, আপনি ডাঃ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (১১২৬৬৬), মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালট্যান্ট, এ্যানেসথেসিয়া পদের বিপরীতে), উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাতিয়া, নোয়াখালী গত ২৬.০৯.২০১৬ খ্রিঃ অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ৩১.০১.২০১৭ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০১.২০১৭-৭১ নং স্মারকমূলে ১ম কারণ-দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান না করায় আপনার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)"র অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্তের (Dismissal from Service)" গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) মোতাবেক সরকারি "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না, তার কারণ এ বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক নোটিস প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ১ (এক) পাতা।

২২.০৯.২০১৭
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (১১২৬৬৬),
মেডিকেল অফিসার (জুনিয়র কনসালট্যান্ট, এ্যানেসথেসিয়া পদের বিপরীতে),
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, হাতিয়া, নোয়াখালী।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০১.২০১৭- ৩৯৯/১ (৯) তারিখ- ২২ .০৯.২০১৭ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি এমআইএস এর ডাটা বেইসে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। যুগ্মসচিব (পার-১/পার-২)/উপসচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫। সিভিল সার্জন, নোয়াখালী।
৬। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, হাতিয়া, নোয়াখালী।
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নোটিসটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য)।
৮। ডাঃ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (১১২৬৬৬), পিতা- আব্দুল খালেক, গ্রাম+পোঃ- লঙ্গারপাড়া, থানা- শ্রীবরদী, জেলা- শেরপুর।
৯। ডাঃ মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম (১১২৬৬৬), ফ্ল্যাট-৫০৫/এ, গার্ডেন ভিউ, ১৮/১, ১৯ গার্ডেন রোড, কাওরান বাজার, ঢাকা।

২২.০৯.২০১৭
(আসমা তাসকিন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০১৮
sasdis[illegible]@mohfw.gov.bd

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিভিল সার্জনের কার্যালয়,নোয়াখালী।

স্মারক নং-সিএসএন/শা-২/১৭/ ৫৬২০ তাং:- ২৭/৪/১৭

বিষয়ঃ- ডাঃ মোঃ তৌহিদুল ইসলাম কোড নং-১১২৬৬৬ এর বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন।
সূত্রঃ- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০০১.-২০১৭-১৬২, তাং-২৭/৩/১৭ ইং
তদন্তের তারিখ ও সময়ঃ ২৫/৪/১৭ইং, সিভিল সার্জন অফিস,নোয়াখালী।

অত্র কার্যালয়ের স্মারক নং- ৫৩০৭/১(৬), তাং ১৬/৪/১৭ এর মাধ্যমে ডাঃ মোঃ তৌহিদুল ইসলাম কে তদন্ত কর্মকর্তা বরাবরে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য পত্র জারী করা হয়। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিসার হাতিয়াকে উক্ত চিকিৎসকের ব্যক্তিগত নথিসহ প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। মেডিকেল অফিসার সিভিল সার্জন অফিস,নোয়াখালীকে কনডাক্টিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদন্তের দিন উপজেলা স্বাস্য ও পঃ পঃ অফিসারের পক্ষে ডেন্টাল সার্জন ও প্রধান সহকারী হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স উপস্থিত ছিলেন এবং কনডাক্টিং অফিসার হিসাবে মেডিকেল অফিসার সিভিল সার্জন অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ মোঃ তৌহিদুল ইসলাম উক্ত দিন তদন্ত কর্মকর্তা সমীপে উপস্থিত হন এবং তাহার অনুপস্থিতির স্বপক্ষে লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন।

উক্ত চিকিৎসকের ব্যক্তিগত নথি এবং আনুসাংগিক বিষয়াবলী পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষন সমুহঃ

(১) তিনি গত ১৩/২/১৬ তারিখে মেডিকেল অফিসার জুনিয়র কনাসলটেন্ট এ্যানেসথেসিয়া পদের বিপরীতে পদে হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নোয়াখালীতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা এর আদেশক্রমে যোগদান করিয়াছেন।

(২) তিনি ২৬/৯/১৬ইং কর্মস্থল ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন পরবর্তীতে যোগদান করেন নাই। তাহার ছুটি বর্ধিত করার কিংবা অনুপস্থিতির বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সিভিল সার্জন অফিসে অবহিত করেন নাই।

(৩) তাঁহাকে কাজে যোগদানের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিসার পত্র প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যোগদান করেন নাই বা তাঁহার অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেন নাই।

(৪) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিসার,হাতিয়া হইতে অনুস্থিতির তথ্যাবলী পাওয়ার পর সিভিল সার্জন অফিস স্মারক নং ৩৮ তাং-০১/০১/১৭ইং অনুযায়ী মন্ত্রনালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করা হয়।

(৫) স্বাস্থ্য ও পঃ কঃ মন্ত্রনালয়,ঢাকা এর স্মারক নং ৭১/১(৬) তাং -৩১/১/১৭ইং অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করিয়া তাহাকে কারন দর্শানো নোটিশ এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

(৬) তিনি গত ২৬/৯/১৬ইং হইতে ৮/৪/১৭ইং পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপিস্থত ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানীত।

(৭) উক্ত চিকিৎসক ২৫/৪/১৭ইং তারিখে স্বশরীরে তদন্ত কর্মকর্তা সমীপে উপস্থিত হইয়া লিখিত বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন এবং অসুস্থতার স্বপক্ষে ডাক্তারী সনদ দাখিল করিয়াছেন এবং [redacted] করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

(৮) উক্ত চিকিৎসক মায়ের চিকিৎসা জনিত কারনে এবং পরবর্তীতে মায়ের মৃত্যু জনিত কারনে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

মন্তব্য ঃ আনীত অভিযোগ প্রমানীত। তবে দীর্ঘ চাকুরী জীবনের কথা বিবেচনা করে এবং মায়ের মৃত্যু জনিত কারনে শারীরিক ও মানসিক বিপর্যস্ততার কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সংযুক্তঃ- ৯ পাতা

(ডাঃ মোঃ মজিবুল হক)
সিভিল সার্জন,নোয়াখালী।
২৭/৪/১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
শৃংখলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬১.২০১৭-৪০০ তারিখঃ ২১.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ডাঃ মুহাম্মদ তাসবীহুর রহমান (১৩৫১৯৭), সহকারী সার্জন, কালচৌ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুরের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডাঃ মুহাম্মদ তাসবীহুর রহমান (১৩৫১৯৭), সহকারী সার্জন, কালচৌ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর গত ১৮.১১.২০১৪ খ্রিঃ থেকে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' হিসেবে গণ্য;

এক্ষণে সেহেতু, আপনাকে ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না-এ নোটিস প্রাপ্তির ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ-দর্শানোর জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হল। আপনি আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ্য করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ মুহাম্মদ তাসবীহুর রহমান (১৩৫১৯৭),
সহকারী সার্জন, কালচৌ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র,
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৬১.২০১৭- ৪০০/১(৮) তারিখঃ ২১.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

<u>অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ</u>

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি এমআইএস এর ডাটা বেইসে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। উপসচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫। সিভিল সার্জন, চাঁদপুর।
৬। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নোটিসটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ এবং আলোচ্য কর্মকর্তার পিডিএস এ উল্লিখিত ই-মেইলে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৮। ডাঃ মুহাম্মদ তাসবীহুর রহমান, ১৯০, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সড়ক, চাঁদপুর।

([illegible] ম তাস[illegible]
উপসচিব
[illegible] ৯৫৪৫[illegible]
sasd[illegible]moh[illegible].bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডাঃ মুহাম্মদ তাসবীহুর রহমান (১৩৫১৯৭), সহকারী সার্জন, কালচৌ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর গত ১৮.১১.২০১৪ খ্রিঃ থেকে অদ্যাবধি কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত রয়েছেন। আপনার উপরিল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত আচরণ দ্বারা ১৯৮৫ সালের সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি' এর দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.mohfw.gov.bd

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫২.২০১৬- ৪০৯ তারিখ- ২২.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ১৯৮৫ সালের সরকারি কার্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিস

যেহেতু, আপনি ডাঃ রিমন আফরোজ (১১৩৭৯৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট গত ২৮.০১.২০১৬ খ্রিঃ হতে অদ্যাবধি বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন;

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে এ মন্ত্রণালয়ের ১৫.১২.২০১৬ খ্রিঃ ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫২.২০১৬-৯০৫ নং স্মারকমূলে ১ম কারণ-দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিসের জবাব প্রদান না করায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। আপনি তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তে উপস্থিত হওয়ার নোটিস জারি সত্ত্বেও তদন্ত কমিটির নিকট উপস্থিত হননি;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি, অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) ও ৩ (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি (Desertion)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আপনাকে একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি অনুযায়ী "চাকুরি হতে বরখাস্তের (Dismissal from Service)" গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

এক্ষণে, সেহেতু, কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩)(ডি) মোতাবেক সরকারি "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না, তার কারণ এ বিধিমালার ৭(৬) বিধি মোতাবেক নোটিস প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি আপনার অবগতির জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২(দুই) পাতা।

২২.০৯.২০১৭
(মোঃ সিরাজুল হক খান)
সচিব

ডাঃ রিমন আফরোজ (১১৩৭৯৮),
মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স,
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫২.২০১৬- ৪০৯/১(৫) তারিখ- ২২.০৯.২০১৭ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (তথ্যটি এমআইএস এর ডাটা বেইসে সংরক্ষণ করার জন্য)।
৩। যুগ্মসচিব (পার-১/পার-২)/উপসচিব (পার-৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৪। উপপরিচালক (শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিসটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৫। সিভিল সার্জন, জয়পুরহাট।
৬। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (নোটিসটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য)।
৮। ডাঃ রিমন আফরোজ (১১৩৭৯৮), প্রযত্নে- ডাঃ রেজওয়ানুল বারী, ৯৫ আলী সোনার রোড, সুলতানগঞ্জ, বগুড়া।

২২.০৯.২০১৭
(আসমা তাসকিন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৫০২৮
sasdisc1@mohfw.gov.bd

''তদন্ত প্রতিবেদন''

ভুমিকা ঃ-

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শৃংখলা-১ শাখার পত্র নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫২.২০১৬-১৯৮, তারিখঃ ১২/০৪/২০১৭ খ্রিঃ মোতাবেক জয়পুরহাট জেলাধীন ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ রিমন আফরোজ (কোড নং-১১৩৭৯৮) এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক **রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত** অভিযোগের তদন্ত **প্রতিবেদন**।

পর্যালোচনা ঃ-

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট তাঁর কার্যালয়ের (১) স্মারক নং-স্বাস্থ্য/ক্ষেত/১৬/১৩৫, তারিখ-০৪/০২/২০১৬ ইং, (২) স্মারক নং-স্বাস্থ্য/ক্ষেত/২০১৬/৩৩৪, তারিখ-১৪/০৩/২০১৬ ইং ও (৩) স্মারক নং-স্বাস্থ্য/ ক্ষেত/ ২০১৬/৩৬৫, তারিখ-২৪/০৩/২০১৬ ইং মোতবেক ডাঃ রিমন আফরোজ (কোড নং-১১৩৭৯৮) এর অননুমোদিত অনুপস্থিতির সন্তোষজনক জবাব সহ কর্মস্থলে যোগদানের জন্য পত্র প্রেরণ করেন। ডাঃ রিমন আফরোজ (কোড নং-১১৩৭৯৮) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট এর প্রেরিত পত্রের কোন জবাব প্রদান করেন নাই এবং কর্মস্থলে যোগদান করেন নাই।

এ ছাড়াও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট এর স্মারক নং-স্বাস্থ্য/ক্ষেত/১৬/৩২০, তারিখ-০৮/০৩/২০১৬ ইং, স্মারক নং-স্বাস্থ্য/ক্ষেত/১৬/১০১৪, তারিখ-২২/০৮/২০১৬ ইং ও স্মারক নং-স্বাস্থ্য/ক্ষেত/১৬/৬৬৮, তারিখ-১৩/০৬/২০১৬ ইং মোতাবেক "Hello Doctor " প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ২৮/০১/২০১৬ ইং তারিখ হইতে অননুমোদিত অনুপস্থিত দেখানো হইয়াছে।

তদপ্রেক্ষিতে সিভিল সার্জন, জয়পুরহাট এর স্মারক নং-সি,এস/জয়/প্রশা-/১৬/১০২৯, তারিখ-২৮/০৬/২০১৬ ইং মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বরাবরে এবং তাঁর পিতা ও স্বামীর স্থায়ী আবাসিক ঠিকানায় অননুমোদিত অনুপস্থিতির কারন দর্শানোর জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে তিনি কোন জবাব প্রদান করেন নাই এবং কর্মস্থলে যোগদান করেন নাই। অতপর সিভিল সার্জন, জয়পুরহাট কার্যালয়ের স্মারক নং-সি,এস/জয়/প্রশা-/১৬/১০২৯, তারিখ-২৮/০৬/২০১৬ ইং মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অননুমোদিত অনুপস্থিতি বিষয়টি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক মহোদয় কে অবগত করানো হইয়াছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, শৃংখলা-১ শাখার পত্র নং- ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.১৫২.২০১৬-১৯৮/১(৩) তারিখঃ ১২/০৪/২০১৭ খ্রিঃ মোতাবেক জয়পুরহাট জেলার সিভিল সার্জন, ডাঃ মোঃ হাবিবুল আহসান তালুকদার কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করেন এবং উপ-পরিচালক(শৃংখলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ এর স্মারক নং-ডিজিএইচএস/শৃংখলা-৬১/১৩ ৫৭০৭/ ১(৩) তারিখ ঃ ১৭/০৫/২০১৭ ইং মোতাবেক তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিভাগীয় মামলার অভিযোগ সমূহ উপস্থাপন করার জন্য সিভিল সার্জন অফিস, জয়পুরহাট এর মেডিকেল অফিসার'কে কনডাক্টিং অফিসার নিয়োগ করেন।

চলমান পাতা-১

সিভিল সার্জন অফিস, জয়পুরহাট কার্যালয়ের স্বারক নং-সি,এস/জয়/প্রশাঃ/১৭/৮৬৪/১(৭), তারিখ ঃ-১১/০৬/২০১৭ ইং মোতাবেক ১৪/০৬/২০১৭ ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকা হইতে তদন্তের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হয়। সে মোতাবেক ডাঃ রিমন আফরোজ (কোড নং-১১৩৭৯৮) সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয় এবং অনুপস্থিত ডাঃ রিমন আফরোজ (কোড নং-১১৩৭৯৮) এর পিতা ও স্বামীর স্থায়ী আবাসিক ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করা হয়। তারা উভয়ে পত্র গ্রহন না করে ফেরত পাঠান। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী **ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপস্থিত ছিলেন।**

পূর্ব নির্ধারিত সময় সূচী মোতাবেক ১৪/০৬/২০১৭ **ইং তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায়** জয়পুরহাট জেলার **ক্ষেতলাল** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতি সন্তোষজনক। কনডাক্টিং অফিসার ডাঃ মৌপিয়া মন্ডল, মেডিকেল অফিসার, সিভিল সার্জন অফিস,জয়পুরহাট তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট অভিযোগ উপস্থাপন করেন। অভিযোগ মোতাবেক উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট প্রশ্ন পত্র আকারে লিখিত ও মৌখিক জবানবন্দীসহ অফিসে রক্ষিত রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। অফিসে রক্ষিত রেকর্ড পত্র অনুযায়ী দেখা যায় ডাঃ রিমন আফরোজ (কোড নং-১১৩৭৯৮) ২৫ তম বিসিএস এর একজন কর্মকর্তা । তিনি গত ২১/০৬/২০০৬ ইং তারিখে স্বাস্থ্য বিভাগে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ১৯/০৬/২০১২ ইং তারিখে জুনিয়র কনঃ (মেডিসিন) পদের বিপরীতে ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যোগদান করেন। গত ২৭/০১/২০১৬ ইং তারিখ পর্যন্ত ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত ছিলেন। ২৮/০১/২০১৬ ইং তারিখ হইতে অদ্যাবধি অননুমোদিত ভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত আছেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, ক্ষেতলাল,জয়পুরহাট এর স্বারক নং-স্বাস্থ্য/ক্ষেত/১৭/৭৫৫,তারিখঃ-০৪/০৭/২০১৭ইং এবং উপজেলা হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা ক্ষেতলাল,জয়পুরহাট সমন্বিতভাবে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অবগত করান যে, ডাঃ রিমন আফরোজ (কোড নং-১১৩৭৯৮) মেডিক্যাল অফিসার (মেডিসিন বিশেষজ্ঞ পদের বিপরীতে) ৩১/০১/২০১৬ইং তারিখ পর্যন্ত বেতন ভাতাদি উত্তোলন করিয়াছে।

সারসংক্ষেপ ঃ-

জয়পুরহাট জেলাধীন ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের লিখিত ও মৌখিক জবানবন্দী ও অভিযোগ অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, ডাঃ রিমন আফরোজ (কোড নং-১১৩৭৯৮) গত ২৮/০১/২০১৬ ইং তারিখ হইতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত।

তদন্তকারী কর্মকর্তার মতামত ঃ-

জয়পুরহাট জেলাধীন ক্ষেতলাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডাঃ রিমন আফরোজ (কোড নং-১১৩৭৯৮) জুনিয়র কনঃ (মেডিসিন পদের বিপরীতে) গত ২৮/০১/২০১৬ ইং তারিখ হইতে অদ্যাবধি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত।

অভিযোগটি প্রমানিত ।

সংযুক্তঃ ১। উপস্থিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবানবন্দী =১০ কপি।
২। " হ্যালো ডাক্তার প্রতিবেদন =০৩ কপি।

05/07/17

(ডাঃ মোঃ [illegible] বিবুল আ[illegible] তালুকদার)
[illegible] সার্জন,জয়পুরহাট
[illegible] ০৫৭১-[illegible]